পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বায়ন
আজিজুল হক

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বি(েশ্বায়নের নির্দ্দিষ্ট প্রকাশ

(আসুন, আপনাদের পূর্ব - পুরষরা এখানে এসেছিলেন ব্যবসায়ী হয়ে। আপনারা অসুন, কলকাতা - তে, বাংলা - তেলেগ্নি বর্(ণ, অচিরেই আপনাদের হংকং, সিঙ্গাপুর ছাড়তে হবে। এখানে শিল্প গড়ে তোলার সবরকম সুবিধা বর্তমান। সস্তা শ্রমিক, বিদ্যুত, সব পাবেন...) কথাগুলো বলেছিলেন আমাদের প্রাক্ত(মুখ্যমন্ত্রী, বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসু।উলপ(ছিল, কনকর্ড বিমানের কলকাতা অবতরণ এবং বিলেতের শিল্পপতিদের আগমন। বাস্তববাদী (বস্তুবাদী নন) জ্যোতি বসু তাঁর নিজস্ব বলার ঢঙে (বাক্য সম্পূর্ণ না করাটাই তার ঢঙ) যেটা বলেন নি, সেই নির্মম সত্যটা হল, ... আপনাদের পূর্বপু(যরা এই কলকাতা থেকেই ব্যবসা সু(করেছিলেন এবং অবশেষে বণিকের মানদন্ড শেষে রাজদণ্ড হয়েছি, আর সেই দণ্ড - দুশ বছর ভারত নামক অখণ্ড ভু- খণ্ডটাকে শাসন করে, কালো - চামড়ার কিছু সাদা হাতির মাহুতদের জন্ম দিয়ে গেছে তারা। আজ এত বছর পরে তারা-ই আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে... ।জ্যোতি বসুর বক্ত(তা থেকে দ্বিতীয় যে- কথাটা বেরিয়ে আসে তা হল, বি(েশ্বায়নের গ্রাসে বামপন্থা (অবশ্যই আমি কাগজে যাদের বাম বলে মানুষ - কে গেলানো হয় সেই বামপন্থা - কেই বোঝাচ্ছি) জ্যোতি বাবুর এই আপ্যায়ন ভাষণে তৃতীয় যে-জিনিস রেরিয়ে এসেছে সেটা হলো, একটা রাজনৈতিক - সাংস্কৃতি। বামপন্থা-কে বাজার - অনুগামী করে তোলার সংস্কৃতি। তাদের রাজনীতির সঙ্গে খাপ-খাইয়েই এই বক্ত(তা। বি(ে - ব্যাপী পুঁজির এই জোয়াল - কে স্বীকৃতিদিয়ে রাজনৈতিক (মতা দখলের রাজনীতি। অথচ বামপন্থী সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি অস্বীকারের সংস্কৃতি, পুঁজির জোয়াল - ঝেড়ে ফেলার সংস্কৃতি। বামপন্থা (বা বামপন্থী রাজনীতি) থেকেই এটা আসে।

একটা রাজনীতি নির্দ্ধারিত হয় মতাদর্শের ভিত্তি-তে সেই রাজনীতি- কে দারন এবং বহন করে একটা সংস্কৃতি। অর্থাৎ রাজনীতি-র জন্য (েত্র করা। অথবা সেটাকে প্রতিষ্ঠা করা।পরিবর্তিতপরিস্থিতির নামে বাংলা - তে যা ঘটছে সেটা যে-নামেই আসুক না সেটা হল রাজনীতির - বাজারিকরণ অথবা বাজারেরর রাজনীতিকরণ। আর কে-না জানে বাজার বস্তুটাই বড়ই নির্মম। বিস্ব ব্যাঙ্কের প্রাক্ত(ন গর্ভ্নর রবার্ট ম্যাকনামারার ভাষাতে বাজার বড় নির্মম। একটা অঞ্চলে কতগুলো গরীবের বাচাচা দুধ পেল না তার জন্য কেউ দুগ্ধ প্রকল্প গড়ে না। বরং তারা দেখে এই অঞ্চলে কতগুলো ধনীর আদুরে বেড়াল আছে। তাদের জন্য কতটা দুধ লাগে - অর্থাৎ সেই মতই তৈরি হলে গল্প, উপন্যাস, চলচিত্র। আর বিজ্ঞাপন, দুধ আর রেড়াল, অর্থাৎ প্রথম চেষ্টা হবে দুধ কেনার মত একটা দল তৈরি করা। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বিড়ালের জন্য দুধের প্রয়োজনীয়তা সমপর্কে মানুষ - কে শতাধীন করে তোলা। ভারতের প্রাক্ত(ন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত প্র(েটা এই রকমভাবে রেখেছেন আপনার কাছে পাঁচটা (চি আছে, আপনার সংসার পাঁচজন লোক, আপনি কি সকল - কে একটা একটা করে দিয়ে সকল - কেই দুর্বল (দুবলা), রোগগ্রস্থ করতে চান?... বন্টন এবং সংস্কৃতি তার বক্ত(তা - তে মিশে গেছে। সম্প্রতি, বাংলা - তে দেখতেপাচ্ছি-কিছু কারখানা খোলার জন্য যে সমস্ত ত্রি-পা(িক বৈঠক হচ্ছে এবং চুক্তি(হচ্ছে এতজন - কে ছাটাই করে কারখানা চালু হবে... যুক্তি(ওই যশবন্ত ম্যাকনামারার যুক্তি(। কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে, সকলেই কর্মচ্যুত হবেন। তার থেকে কিছুর বিনিময়ে কিছু বাঁচুক !... বাস্তববাদীদৃষ্টি - তে যুক্তি(সঠিক হলেও আপনার মানবিক মন, সাংস্কৃতিক মন এই অমানবিক চুক্তি(মানে কী করে ? সমাধান কি নেই? আছে। অবশ্যই আছে। কিন্তু তারজন্য প্রয়োজন, একটা মতাদর্শ, সেই মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা রাজনীতি যার থাকতে হবে একপ্রস্থ রণনীতি এবং রণকৌশল। সেই মতাদর্শটা কি ? অবশ্যই যেন- তেন প্রকারেণ (মতা- তে টিকে থাকা নয়। সেখানে প্রত্যেকটা কাজ, কথা পরিকল্পনা করার আগে বাবতে হবে সু স্ট্যান্ডস টু গেইন? কার লাভ হচ্ছে? ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক- মধ্যবিত্তের ? না কি মুস্টিমেয়-র? এখানেই ভাগ হয়ে গেছে সাংস্কৃতিক জগত, এখানেই যাচাই হয় রাজনীতি ? কে কার প(ে ? কারা মানুষের আপনজন। অর্থনৈতিক দর্শন! শতকরা ১২ থেকে ১৬ ভাগ - কে অর্থনৈতিক স্বচ্ছল করে, আশি সতাংশের বেশি লোক- কে নীচে ঠেে দাও। ওরা হলে পেশাদার, আমলা, ম্যানেজমেন্ট (সাদা বাংলায় দালাল) এর লোক। ফার্স্ট জেনারেশন প্রোডাক্ট অর্থাৎ একবার কিছুদিনের জন্য একটা বস্তু কিনে ছুড়ে ফেলে নতুন এর দিকে ঝুকবে। বিদেশে যাবে, টাকা পাঠাবে, ব্যবহার করে এতে বিদেশি মুদ্রার ভাড়ার বাড়বে। আমরা দেখছি পুঁজির এই বি(েগ্রাসী থাবা... গড়ে উঠছে আই. টি. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কোন শিল্পপতি -ই কিন্তু মেডিকেল কলেজ গড়ছেন না, গড়ে তুলছেন স্বাস্থ - ব্যবসার কেন্দ্র। এত কালিগরি শি(া প্রতিষ্ঠান কাদের তৈরি করবে? ... অর্থাৎ উদ্দেশ্য একটাই, এই মাঙ্গী - গণ্ডার দিনে সুবিধাভোগী সমপ্রদায়ের ছেলে-পুলেরা যাতে বেকার না থাকে তার ব্যবস্থা বামপন্থা - তো বেঁচে থাকে এঁদের মধ্যেই। সম্প্রতি দেখলাম সাহারা বলেখ্যাত একটা চিটফান্ড সংস্থা সুন্দরবল অঞ্চল আকর্ষনীয় করে তোলবার জন্য লগ্নী করছে প্রায় পাঁচ হাজার (!) কোটি টাকা। এরা সুন্দরবনে গড়ে তুলতে চান ফ্লোটেল অর্থাৎ নদীতে ঘুরতে ঘুরতে সুন্দরবন দেখা। এতে ওই অঞ্চলের কৃষক- মৎসজীবিদের ভূমিকা কি ? কতটুকু লাভ হবে তাদের ? শূন্য। চাকরি পাবেন কতজন ? মেরে কেটে শখানেক। আমাদের ছাড়তে হলে কি ? জায়গা এবং কার। এত ছেড়ে পাবো কি ? প্রায় শূন্য, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসে পরিকল্পনা ঘোষণা করেই সহানুভূতির হাওয়া সঙ্গে নিয়ে সাহারায় এজেন্টরা গ্রামে গ্রামে চিট- ফান্ডের টাকা তুলতে লেগেছে। গ্রামের লোক, ভাগ্য ফেরাবার ফাঁদে পড়ছেন। সাহারা জানে তাদের সংগৃহীত এই টাকা ফেরত নেবার হ্যাপা পোহাবে না অর্দ্ধেকের বেশি লোক। এই রকমভাবে দীবগুলোর অধিবাসীদের কাছ থেকে রাই জমিয়েই বেল বানিয়ে সে লগ্নী করছে, অর্থাৎ দ্বীপের মানুষগুলোর কাছ থেকে সে এই লগ্নীর টাকা তুলে ব্যবসা করতেউদ্যত।যদি না করে বামপন্থী সরকারের কিছু করার নেই। বসে বসে দেখতে হবে। লুন্ঠন কিন্তু কেন ? কারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি - টাই পাল্টে গেছে। মালিক ভয় পেয়ে লগ্নী করবে না। বাংলার উন্নতি ঘটবে না। অর্থাৎ বাংলার উন্নতির জন্য বাঙালি চাষী লুঠ ! মালিক অর্থাৎ পুঁজির মালিকরাই উন্নতির চাবি... ইতিহাসের চালিকা শক্তি(। পুকো, হান্টিংটন তেকে শু(করে বি(েশ্বায়ন-এর তাবড় তাত্বিকরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সরাসরি এই কথাটাই বোঝাতে চাইছেন, আজকের পৃথিবী এগিয়ে যাবে শ্রেণী সমঝওতার মাধ্যমে। শ্রেণী - সংগ্রাম অচলল, রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই রূপান্তর ঘটোয়্যোর জন্যই-ই দেকতেপাই, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য জনগণের ওপর নির্ভর না করে মালিকদের দাওয়া উপর নির্ভর করা। মালিকরা আজ দাবী-সনদ হাজির করে হুমকি দিচ্ছে। কারখানা চালু থাকবে না বন্ধ হয়ে যাবে সেটা নির্ভর করে তাদের ওপর। তাদের শর্তমত চললে তবেই চলবে দেশটা...।

এই বাজার - মুখী রাজনীতি, স্বাভাবিকভাবেই পুঁজির অধিপত্য সুদৃঢ় করে।পাল্টে যায় ব্যক্তি(এবং সংগঠনগুলোর চলন - বল, ঠাটা - বাট। জৌলুস আর জাঁকজমকে জমায়েত করার রীতি চালু হয়। সময় - এর দোহাই দিয়ে চলতে থাকে সব কিছু। জনগণ - কে সচেতন করে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটা কঠিন - কঠোরর পরিশ্রমের কাজ। পাল্টা হুমকিটা কাঁদুনেপনা বা গোদা - পায়ের লাথি বলে চিহ্নি(ত করে শোষক - মালিকদের ঠাট-বাট একটা বাম - পার্টি- কে গ্রাস করে ছোট ছোট (েত্রে। সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ মানুষের-ও সরাসরি হোক-না কেন, আসলে এটা পুঁজির নিরাপত্তার খাতিরে, পুঁজিপতি এবং শোষকদেরই গড়ে তোলা প্রবাদের প্রভাব, ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস কনটেম্পট ... পরিচিতি থেকে ঘেন্না জন্মে। সুতরাং পার্থক্য বজায় রাখো, চারপাশে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে মানুষ- কে কৌতূহলী করে রাখো, ভয়- অ - জানার প্রতি সম্ভ্রমে সে শ্রদ্ধা করবে... ৯বাম) রাজনৈতিক - সংস্কৃতি - টাকে গ্রাস করেই ওরা চালু করেছে বি(েশ্বায়ন-এর বামপন্থী রূপ, যেটাকে বামফ্রন্ট বলছে বিকল্প পথ। সমাজে শোষক শ্রেণীর আবির্বাবের সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হয়েছে আত্মোন্নতি-র দর্শন খণ্ড খণ্ড মিলেই অ- খণ্ড, ব্যক্তি(, ব্যক্তি(মিলেই সমাজ। এই সমাজবিজ্ঞানের হাতে ধরেই বি(েশ্বায়ন হাজির করেছে তার মাইক্রে(া, মাক্রে(া তত্ত্ব। ব্যক্তি(এবং সমষ্টির সম্পর্ক, সামাজিক উৎপাদন এবং বন্টনের সম্পর্কে সব কিছুকেই ওরা ব্যক্তি(র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে চায়। শতকরা ১৫, ১৬ জন লোক ভাল থাকলেই ওরা সেটাকে উন্নত দেশ বা সমাজ বলে। বিকল্পে? না, বিকল্প

মানে মানে যুগপতভাবে সমান অন্য একটা বস্তু। অর্থাৎ একই বস্তুর ব্র্যান্ড নেম পাল্টানো, কলগেট-রের জায়গায় পেপসোডেন্ট - বস্তুটা কিন্তু টুথ - পেস্ট-ই। একটা মাধুরি দীক্ষিতে দেখিয়ে বিক্রি হয়, অন্যটা ক্যারিশমা দেখিয়ে। সুতরাং বিস্বায়ণের বিকল্প খুজতে গেলে আর একটা বিস্বায়ন-ই মানতে হবে। যাদের মূল কথা পুঁজির অলিগার্কি বা অধিপৎ। এই অধিপত্য - কে মসৃনভাবে চালাতে গেলে পাল্টে দিতে হবে সব কিছু। বিশ্বায়নের সংস্কৃতি বললে এক কথা - তে বলতে হয় ভোগবাদ, পণ্যের দখলদারি দিয়েই কোন ব্যক্তি(র সামাজিক গুরুত্ব বোঝানো, অন্যের নেই, আমার আছে - এই বোধ সৃষ্টি করা। না হলে এক কথায় পণ্য-পুঁজী। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত (এবং পরবর্তীকালে নিন্দিত এবং নিহত) ভাইস চেয়ারম্যান লিন পি. যাও তাঁর একটা ভাষণে চমৎকার বাবে বলেছিলেন, প্রত্যেকটা অর্থনীতি চালু করার জন্য একটা রাজনীতি থাকে... আবার প্রত্যেকটা রাজনীতির-ই একটা মতাদর্শগত দিক থাকে...

যে- কোন সমাজ ব্যবস্থাই উৎপাদন হাতিয়ার - কে অনবরত বিকাশ না করে টিকে থাকতে পারে না। পুঁজিবাদী - ব্যবস্থা যার মূল কথা সর্বোচ্চ মুনাফা তাকে তো উৎপাদন উপকরণগুলো বিকশিত করে তুলতেই হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যাম্বাবী ফল একচেটিয়া মালিকানাতে প্রযুক্তি(র বিকাশ। উদ্দেশ্য থাকে উৎপাদন খরচ কম এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধিটাই তাদের কাছে ক্যানসারের কোষবৃদ্ধির মত হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বছরে প্রযুক্তি(এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে ইউনেস্কোর একটা রিপোর্ট বলছে আধুনিক প্রযুক্তি(র (মতার আশিভাগ করলে এবং বন্টন ব্যবস্থা মানবিক করে তুললে, সপ্তাহে পাঁচদিন ছ- ঘন্টা সেগুলো কার্য্যকর হল, সমগ্র পৃথিবীতে অনাহার, অ-শি(া থেকে মুক্ত(করা যায়। নিজেদের মুনাফা - কে পড়তে না দিয়ে এই উৎপাদন বৃদ্ধি - তারা চালিয়ে যেতে পারে না। চরম - সংকটে পড়ে পুঁজিবাদ। সমাধানেই আসে এই বিস্বায়ন, পুঁজিবাদ অর্থঃপতিত হয় বেনিয়া অর্থনীতি - তে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা যে- সম্পর্ক সৃষ্টি করে সোষণ চালাতো, তার পরিবর্তে ট্রেড এবং পুঁজি ম্যানেজমেন্ট মধ্যেই নিজেদের নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়।

স্বাভাবিকভাবেই ধনতন্ত্রের এই বেনিয়া বৃত্তিতে অধঃপতন তার নিজস্ব সংস্কৃতি হিসাবেই ধর্মের কোলে আশ্রয় নেয়। কারণ ধর্মগুলোর সংস্কৃতি এবং দর্শন-ই তাদের সর্বগ্রাসী একাধিপত্যের লিপ্সা- কে সমর্থন করতে পারে সব থেকে ভালভাবে। কোন একটি বিশেষ ধর্ম নয় এ- সব (ত্রে তারা ভয়ঙ্কর রকমের ধর্ম- নিরপে(হয়ে যায়। নিজেদের ধর্মে না - হলে অন্য বা ভিন্নধর্মকে মদত দিয়ে আধিপত্য কায়েত করতে ও কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ যে পণ্ডিতরা বলে থাকেন সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা খুব সুচতুর ভাবে এড়িয়ে যায় একটা কথা, ধনতন্ত্রও তার নীতি, এবং ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে পারে নি। সেটাও ছল - চাতুরি - ম্যানেজমেন্ট অধঃপতিত হয়ে শেষ হয়ে গেছে। টিকে আছে কিছু মানুষের আদিম - প্রবৃত্তি এবং সেই প্রবৃত্তিগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলে মানুষ-কে শর্তাধীন করে তোলাটাই ওদের কাজ। ইতিহাসের মৃত্যু ঘোষণার সাথে সাথে যুক্তি(দিয়ে যেটা বলা হয়নি সেটা হল শ্রেণী সংগ্রাম-ই যে আজও ইতিহাসের চালিকা শক্তি(সেই কথাটুকু। ইতিহাস-এর জায়গায় দখল করেছে সভ্যতা কথাটা। এমনি করেই কেবলমাত্র পার্থিব সমপদগগুলোর উপর-ই নয় ওরা মানুষের মস্তিষ্কগুলোর উপর, চিন্তা-ভাবনা (চির ওপর একচেটিয়াপনা কায়েম করে চলে। সামরিক অভিযান এবং সাংস্কৃতির অভিযান চলে তার হাত ধরে। ধর্মের অনুগামী হয়ে।

স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ের রাজনৈতিক সংস্কৃতি - এ হতে হবে (এক) অর্থ- নির্ভর, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফান্ড- ম্যানেজমেন্টের লোকরা সংগঠনের লোকদের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়বে। এখানে, আমাদের এই রাজ্যেই কি আমরা দেখিনি, একজন ব্যক্তি(কী রকম যথেচ্ছ আচরণ করে বৃহত্তম পার্টিটার সঙ্গে থেকে যাচ্চে। (দুই) কঠিন-কঠোর পরিশ্রম করে জনগণের সঙ্গে লেগে থাকার বিকল্পে চমক - টমক দিয়ে নিজেদের মত কম সময়ে পৌঁছে দেবার পথ, কম পরিশ্রমের অনায়াসে ব্যাপক লোকের কাছে পৌঁছে যাবার ধান্দা বা বিজ্ঞাপনীয় পদ্ধতি। মাইলের পর মাইল দীর্ঘপথ মিছিল করে জমায়েতে যাবার ধান্দা বা বিজ্ঞাপনীয় পদ্ধতি। মাইলের পর মাইল দীর্ঘপথ মিছিল করে জমায়েতে আসা ঘরে ঘরে ঘুরে - খাবার সংগ্রহের পদ্ধিতির পরিবর্তে বাস - লরি - ভর্তি করে লোক-আনা, প্যাকেট - খাবার সরবরাহ করা। বিশ্বায়ন প্রভাবিত সংস্কৃতির-ই ফসল।

এক কথায়, বিশ্বায়ন গিলে ফেলেছে, বামপন্থী সংস্কৃতি - কে। কারণ বামপন্থা-ই আজকের দিনে হাইটেক হয়ে উঠেছে। বির্সজন দিয়েছে হাই-টাচ। ফলে হাই - টেক অর্জন করতে গিয়ে একটা কমিউনিস্ট বলে কথিত দলের দপ্তর খুলে দিতে হচ্ছে হাই - টেক মালিকদের কাছে। পার্টিগুলোর কাজ - কর্ম সহজ সরল পদ্ধতি বির্সজন দিয়ে মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। অফিসগুলোও দুর্ভেদ্য কর্পোরেট হাউস, বিশ্বায়ন উপযোগী -ই বটে !

আসলে, প্রশ্নটা মতাদর্শের। আদিম-সাম্যবাদী ব্যবস্থা বাদ দিলে আজ পর্যন্ত মানবব সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। এই সত্যটা ভুলে গিয়ে মানুষের কল্যান করতে গেলে না - হয় মানুষে কল্যান করা, না হয় ব্যক্তি(র বিকাশ। রাজনীতি - তেই গোলমাল হয়ে যায়। ব্যস্টির যোগফল বা ব্যক্তি(, ব্যক্তি(মিলে সমাজ বা সমষ্টি নয়। ব্যক্তি(হল সমষ্টির ন্যুনতম একক বা ইুনিট। সমষ্ঠির স্বার্থর(া হলেই সু-র(িত হয় ব্যক্তি(র বিকাশ এবং স্বার্থ।এই স্বার্থ র(ার জন্য প্রয়োজনে বিশেষে ব্যক্তি(র স্বার্থ-কে দমন করতেই হবে। সমষ্টি-র স্বার্থের প্রশ্নে সামনে এলেই চলে আসে, শ্রেণী এবং শ্রেণী - লাইনের প্রশ্নে, স্বাভাবিকভাবেই এই রাজনৈতিক মতাদর্শ এক অন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়। সংকীর্ণতা, গোষ্ঠীবাদমুক্ত(এক সংস্কৃতি। কমিউনিস্ট - দের কেমন হতে হবে বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও এই সংস্কৃতির একটা ছবি এঁকেছেন, এইভাবে একজন কমিউনিষ্টের মনের প্রসারতা রাখতে হবে। ব্যক্তি(গত স্বার্থ - কে সমষ্টির স্বার্থেরে অধীনস্থ রাখতে হবে... ল(্য করার বিষয় লিউ - সাও - চি ভাল কমিউনিস্টের ল(ণ বলে গিয়ে যেখানে বলছেন, ব্যক্তি(গত স্বার্থ - কে জনগণের স্বার্থের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে মাও বললেন, জনগণের স্বার্থের অধীনস্থ রাখতে হবে। দুই পথের সৃষ্টি। দুই মত, দুই পথ, দুই সংস্কৃতি অর্থাৎ দু-রকম সংস্কৃতি। একটা এসেছে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ব থেকে অন্যটা জন্ম দেয় শ্রেণী সমন্বয়ের তত্ব। একটা হল সচেতন মানুষের, অন্যটা প্রবৃত্তি সর্বস্ব করে তোলা। মানুষ প্রবৃত্তিজাত নয়। বিবর্তনের ধারা তে দেখা যায়, যখন-ই প্রবৃত্তির ওপর সচেতনতা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, পরিবেশ নির্ভরতার ওপর স্বাধীন অর্থনৈতিক কাজ আধিপত্য পেয়েছে, আধুনিক মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগেই ছিলল মূলত প্রকৃতি- নির্ভর। ফলে প্রকৃতি বা পরিবেশ নির্দিষ্ট খাদ্য সমাগ্রীর উপর নির্ভর করেই তাকে বাঁচাতে হত। এই খাদ্য - সংগ্রহ এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ- খাইতে নিতে গিয়েই আসতো প্রতিদ্বন্দীতা। টিকে থাকার সংগ্রাম, যারা পারতো তারাই নির্বাচিত হত টিকে থাকত। কিন্তু মানব-প্রজাতি এল টিকে থাকার জন্যই। বি(দ্ধ - পরিবেশ- কে নিজের অনুকূলে গড়ে নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তার-ই উপাদন থেকে খাদ্য তৈরি করে নিয়ে টিকে থাকলো মানুষ। আজকের দিনে যে যোগ্যতম-র টিকে থাকার তত্ব আসছে, আসলে সেটা আদিম তত্ব, বিবর্তনের তত্বের এই সূত্রটাকেই বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ মানুষের ইতিহাস ব্যাখার কাজে লাগিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা-ও এই কাজ-ই করেছেন। তাঁরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন, পরিবেশের সঙ্গে খাপ- খাইয়ে নেওয়াই হল টিকে থাকার শর্ত, মানুষের ইতিহাসের এটি একটি চরম বিকৃতি। বি(দ্ধপরিবেশ - কে অনুকূলে পরিবর্তিত করে বিকাশ করাটাই মানুষের ইতিহাস। সুতরাং গ্লোবাল - ইকোনোকি - অর্ডার বা বিস্ব - অর্থনৈতির শৃঙ্খলা মেনে সব কিছু পাল্টে নেওয়ার তত্ব আসলে বিশ্ব - সাম্রাজ্যবাদের -ই তত্ব। ভাবুন একবার, ওদের তাত্বিকরাও দের খাপ - খাইয়ে নেবার তত্ব মেনে এই বলতে শু(করলো বলে, ইরাকের সভ্যতা তো বাইরে থেকে লোকজনরা এসে গড়েছিল। সুতরাং বাইরের সহত(ে বা দখলদারি ইরাকের প(মঙ্গলজনক হবে। জনগণের উচিত যত-ই খারাপ লাগুক এটা মেনে নিয়ে খাপ- খাইয়ে নিজেদের পাল্টে নেওয়া- এরই নাম হবে নির্দিষ্ট ভাবে উত্তর আধুনিক তত্ব।

বামপন্থা শোখায় অন্যকথা, বি(েজোড়া অর্থনৈতিক শৃঙ্খলের দুর্বলতম স্থানে হাতুড়ি মেরে সেটা ভেঙে ফেলা--- (লেনিন) ওদের তত্ব থেকেই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা পাল্টে য়ায়। বামপন্থা রাষ্ট্রে (মতায় আসতে চায়, সেটা- কে ধ্বংস করার জন্য। শক্তি(শালী করার জন্য নয়। (মতার এসে, রাষ্ট নামক দানবটার হাত - পা ছাঁটতে এমন একটা পর্য্যায়ে নিয়ে আসা যাতে সেটা উবে যায়। অর্থাৎ যে স্তম্ভগুলোর উপর রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে দূর্বল করাটাই কাজ। স্থায়ী - বাহিনী? পরগাছা ফৌজ ভেঙে দিয়ে র‍্যাঙ্ক প্রথা বাতিল করে জনগণের মিলিশিয়া গড়ে তোলা। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত স্তানিক বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ইত্যাদি, মানে, রাষ্ট্র হবে সশস্ত্র জনগণের একটা সামাজিক সংগঠন মাত্র। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর সামাজিক কৃর্তত্ব প্রতিষ্ঠা করেই এটা করতে হয়... বি-সামাজিকরণ করে নয়।

।। উপসংহার ।।

এরকমভাবে চলনে-বলনে-কাজে-ল(্যে করলে বি(োয়নের রাজনীতির সংস্কৃতি, আমরা দেখলো, নিজেদের অজান্তেইআমাদের গ্রাস করেছে, এমন - কি যারা সশস্ত্রভাবে সমাজটা পরিবর্তন করতে চান, তাদের -ও। টাকার প্রভুত্ব তারামেনে নিয়েছেন অন্যবাবে, টাকা এবং চমক দিয়ে শ্রেণী, শ্রেণী - বি(েষরের মাধ্যমে জনগণ-কে সংগঠিত করার পরিবর্তে অচেতনভাবেই শর্ট-কার্ট পদ্ধতিতে অল্প সময়ে ব্যাপক লাভের ফাঁদে পড়েন অনেক। জনগণকে সংগঠিত করারকাজ দীর্ঘ জটিল - যন্ত্রণা দায়ক কাজ সেখানে কোন শর্ট - কাটপদ্ধতি নেই। সমাজতন্ত্রের ধাক্কা খাওয়া-টা এটা তুলে ধরছে বার বার।

তাই বিকল্প নয়, চাই বিপরীত একটা পদ্ধতি। মানুষের ইতিহাসের মধ্যে তাদের চরিত্রেই আছে সব বিপরীতপদ্ধতি, কোন তত্ব সঠিক, কোনটাই বা বেঠিক ? এই প্র(্নের উত্তরে সাধারণভাবে বলা যায়, যেটা ফল দেয় সেটাইসঠিক, যেটা ফল দেয় না সেটাই বেঠিক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ে(ত্রে এটা সত্য হলেও সমাজ বিজ্ঞানে এটা খাটে না। কারণ সমাজবিজ্ঞানের কাজ সস্তিষ্ক অধিকারীদের নিয়ে (তা সে বস্তু-ই হোক, জীব-ই হোক, কিম্বা উদ্ভিদ)। সমাজবিজ্ঞান কাজ করে মানুষ নিয়ে। যাদের সদা ত্রি(য়াশীল একটা মস্তিষ্ক আছে। বাইরের প্রভাবে (উত্তেজনায়) অনবরতঃ সাড়া দেয়, সেই বস্তুটা, অর্থাৎ অনবরতঃ মানুষ থাকে। নেতিবাচক উত্তেজনা-ও কখন- ও কখন-ও প্রাধান্য বিস্তারকরতে পারে। ইতিহাসে দেখা গেছে অনেক সময় একটা উন্নততর সভ্যতা এবং সংস্কৃতি অপে(াকৃত নিম্নস্তরেরসভ্যতার হাতে পর্য্যুদস্ত হয়েছে... এই আমাদের সামনেই আছে হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা, নগর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল বর্বর আর্য্য আত্র(মনে...। সেটা বেঁচে উছেঠিল অন্যকোথাও... একদেশে সূর্য যখন ডোবেব মনে রাখতে হবে অন্য দেশে তখন ভোর হচ্ছে... এরকমভাবেই বেঁচে থাকে ইতিহাস। একদেশেরে বিনির্মান, অন্যদেশে নির্মাণের ভিতগড়ে...।

বি(োয়নের বি(দ্ধে বি(েজোড়া সংগ্রামের বি(োয়ন-এর মধ্যেই আছে বিকল্প অর্থাৎ এটা হবে আন্তর্জাতিকতাবাদ। তাদের বিস্বায়ন নয়। ওরা যখন একটা কেন্দ্র গড়ে বি(ে জোড়া আত্র(মন হানছে, তখন বিপরীতে মানুষের আন্তর্জাতিক রণনীতি-ই পারে এই বি(েব্যবস্থাটা পাল্টে দিতে।

চেতনা পত্রিকা থেকে সংগ্রীহিত